মেহেরপুর ভৈরব নদে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর এর উদ্যোগে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় অভ্যন্তরীণ, জলাভূমি, বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত, প্লাবনভূমি, প্রাতিষ্ঠানিক জলাশযয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর ভৈরব নদের পন্ডের ঘাট এলাকায় জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খান উপস্থিত থেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন।

এসময় তিনি বলেন, মেহেরপুর জেলার একমাত্র প্রাণকেন্দ্র ভৈরব নদী যেখানে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় মাছ পাওয়া যায়। এই নদীকে কেন্দ্র করে অনেকের সংসার চালে। তাই আজ ভৈরব নদীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ করা হয়।

এসময় মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া, মৎস্যজীবী প্রতিনিধি সাদিক হোসেন বাবুল প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

শৈলকুপায় ব্রীজের অভাবে ৫০ গ্রামের মানুষের দূর্ভোগ

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার কুমার নদের নাগিরাট ঘাটে একটি ব্রীজের অভাবে ৫০ গ্রামের মানুষের দূর্ভোগ দেখা দিয়েছে। এক সময় নদী কেন্দ্রিক ব্যবসা বন্দর ছিল নাগিরাট বাজার।

নদের নাব্যতা সংকট ও একটি ব্রীজের অভাবে নাগিরাট বাজার তার যৌবন হারিয়েছে। এখানে একটি ব্রীজ এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী। নাগিরাট বাজারে একটি ব্রীজ নির্মাণ হলে এলাকার অর্থনৈতিক

উন্নয়নসহ জনগণের দূর্ভোগ কমবে বলে এলাকাবাসীরা দীর্ঘ দিন দাবী জানিয়ে আসছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, নাগিরাট বাজারে বর্তমানে একটি খেয়া ঘাট রয়েছে। বর্ষা মৌসুমে জনসাধারন নদী পারাপারের জন্য নৌকা থাকলেও বর্তমানে পানি কম থাকার কারনে স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সহ এলাকাবাসী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বর্তমানে বাঁশের সাকো দিয়ে নদী পারাপার হচ্ছে।

বর্ষা মৌসুমে পানিতে নদী পরিপূর্ণ হলে খেয়া নৌকা ছাড়া পার হবার কোন উপায় থাকেনা।

প্রতি দিন এই ঘাট দিয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ^বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরাসহ হাজার হাজার জনসাধারন নদী পার হয়। ইতি পূর্বে এই ঘাট দিয়ে খেয়া নৌকা পার হতে গিয়ে মৃত্যেুর ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার।

জনসাধারণের মালামাল নিয়ে পার হতে হিসশিম খেতে হয়, রীতিমত গলার কাটা হয়ে দাড়িয়েছে ঘাটটিতে ব্রীজ না থাকায় ।এই ঘাট দিয়ে নদীর উত্তরে দামুকদিয়া, মাধবপুর, দোহা-নাগিরাট, শিতালী, দলিলপুর, আওদা, কমলনগর, বগুড়া, লাঙ্গলবাঁধ, নন্দিরগাতি, ধাওড়া, ধলহরাচন্দ্র চরধলহরা, বরিয়া, ছাঁইভাঙ্গা, কুশবাড়িয়া, পাইকেনপাড়া সহ আরো বেশকিছু গ্রাম এবং দক্ষিণে রয়েড়া,আড়-য়াকান্দি, ভান্ডারীপাড়া, বকশীপুর, শেখড়া, গোপালপুর, বাগুটিয়া, নাকোইল, ফলিয়া, রঘুনন্দনপুর, আশুরহাট, মনোহরপুর, নিত্যানন্দপুর, সাবাসপুর, হাটফাজিলপুর সহপ্রায় ৫০ গ্রামের লোকজন পার হয়।

ব্রীজ না থাকায় পণ্য পরিবহন ব্যয় বেড়েছে, ১ মণ মালামাল বাজারজাত করতে পরিবহন খরচ হয় ৫০-৬০ টাকা। অথচ ব্রীজ হলে তা ২০ টাকায় বাজারজাত করা সম্ভব বলে মনে করেন ভুক্তভোগীরা।

নাগিরাট গ্রামের মো: নজরুল ইসলাম বলেন, কৃষি অধ্যুষিত প্রায় ৪০-৫০ গ্রামের লোকজন চলাফেরা করে এই ঘাট দিয়ে, তাই জরুরী হয়ে পড়েছে নাগিরাট ঘাটে একটি ব্রীজ।

মাধবপুর গ্রামের ডা: মাসুদ ও তাপস বলেন, নাগিরাট বাজারে একটি ব্রীজ এখন সময়ের দাবী। এখানে একটি ব্রীজ হলে অবহেলিত ৪০-৫০ গ্রামের মানুষ উপকৃত হবে।

এব্যাপারে খেয়া ঘাটের দায়িত্বে থাকা মাঝি লাড্ডু কুমার জানান,

তার বাপ দাদারা নৌকায় জনসাধারন কে পারাপার করত আমরা সেটা ধরে রেখেছি। তবে সরকারী ভাবে এ খেয়া ঘাট বন্দোবস্ত নেওয়া হয়না । প্রতিদিন ২/৩শ টাকা আয় হয় তাতে কোন রকম পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জীবনযাপন করি।

এলাকাবাসীরা নাগিরাট বাজারের খেয়া ঘাটে একটি ব্রীজ নির্মানের জন্য সরকারের উর্দ্ধোতন কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবী জানান ।

আলমডাঙ্গায় জমে উঠেছে পুরাতন মোটরসাইকেলের হাট

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের উপস্থিতিতে ব্যাপক জমে উঠেছে পুরাতন মোটরসাইকেলের হাট।

আলমডাঙ্গা পৌর বাস টার্মিনালে অবস্থিত এই হাটে বেচাকেনা চলে দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতা, বিক্রেতা ও দর্শনার্থী এসে ভিড় জমায় এই হাটে।

শুধু চুয়াডাঙ্গা জেলা নয়, পাশের জেলা মেহেরপুর, কুষ্টিয়া এবং ঝিনাইদহ থেকেও বিক্রেতারা এই হাটে আসেন তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি বিক্রি এবং চাহিদার মধ্যে থাকা কমবাজেটে পুরাতন মোটরসাইকেলটি ক্রয় করার জন্য। এটিই হলো চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রথম ও বৃহত্তম পুরাতন মোটরসাইকেলের হাট।

মোটরসাইকেল কেনা ও বিক্রি করার পেশায় জড়িয়ে রয়েছেন অনেক ব্যবসায়ী। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে মোটরসাইকেল ক্রয় করে এই হাটে নিয়ে আসেন বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। আবার অনেক সময় হাট থেকেও মোটরসাইকেল কিনে থাকেন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ব্যক্তিগত মোটরসাইকেলটি বিক্রি করতে এই হাটে আসেন আশেপাশের অনেক জেলার মানুষ। ক্রেতা-বিক্রেতাদের জায়গার সঙ্কুলান না হওয়ার কারণে আশেপাশে জায়গা বাড়ানোর কার্যক্রম শুরু

করেছেন হাট কর্তৃপক্ষ।

হাটে দেশের মানুষের ব্যবহারযোগ্য প্রায় সবধরনের পুরাতন মোটরসাইকেল পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৫০ সিসির মোটরসাইকেল থেকে শুরু করে ১৫০ সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেল এই হাটে পাওয়া যায়। হাট কর্তৃপক্ষ ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সব ধরনের সহযোগিতা করে থাকেন।
৩০ টাকার একটি টিকেট নিয়ে হাটে প্রবেশ করতে হয় বিক্রেতাদের।

এরপরে গাড়িটি বিক্রি হলে ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলে গুনতে হয় ১ হাজার টাকা খাজনা। পুরাতন মোটরসাইকেলের হাট চালু হওয়ার কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই সুবিধা ভোগ করছেন আলমডাঙ্গার এই পুরাতন মোটরসাইকেলের হাটের।

অধিকাংশ পল্লী চিকিৎসকের নেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে প্রায় তিন শতাধিক পল্লী চিকিৎসক রয়েছেন। এদের অধিকাংশেরই প্রাতিষ্ঠানিক কোন সনদপত্র নেই ওষুধ বিক্রয়ের ড্রাগ লাইসেন্স নেই। অনেকে প্রথমে ছোটখাটো ঔষধের দোকান দিয়ে শুরু করে পরে পল্লী চিকিৎসক হয়েছে।

একজন পল্লী চিকিৎসকের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার অনুমতি থাকলেও ছোট থেকে বড় সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকেন তারা। শিশুসহ বৃদ্ধ যেকোনো বয়সের মানুষের বিভিন্ন সমস্যার জন্য কোন প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধ দিয়ে থাকে তারা। নিজেদের সুনাম বৃদ্ধি করতে হরহামেশায় দিয়ে থাকেন এন্টিবায়োটিক ঔষুধ। যাতে করে রোগী সাময়িক উপশম হলেও বিপদের দিকে ধাবিত হয়।

সুধী সমাজ বলছে, এসকল গ্রাম্য চিকিৎসকের উপর নেই কোন প্রশাসনিক নজরদারি। পল্লী চিকিৎসক গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। অনেক সময় রাত্রী বেলা মানুষ একজন পল্লী চিকিৎসকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় গ্রামের সাধারণ মানুষ। এই সুযোগে

সাধারণ মানুষের উপকারের চেয়ে ক্ষতি করছে অনেকে। কারণ তারা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো প্রশিক্ষণ না নিয়েই করে চলেছেন চিকিৎসা। পল্লী চিকিৎসকদের সঠিক পরিসংখ্যান করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান তারা।

পল্লী চিকিৎসকের সনদপত্র প্রাপ্ত কয়েকজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, একজন পল্লী চিকিৎসকের অবশ্যই প্রশিক্ষণ নেওয়া জরুরী। গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রথমেই পল্লী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। ভুল চিকিৎসায় সাধারণ অসুখ থেকে মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে একজন রোগী।

সনদপত্র প্রাপ্ত নয় এমন কয়েকজন পল্লী চিকিৎসক জানিয়েছেন, প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু বই-পুস্তক পড়ে চিকিৎসা করছি। সময় ও সুযোগের অভাবে কোর্স করা হয়নি। খুব দ্রুত প্রশিক্ষণ কোর্স করে নেব।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম জানান, পল্লী চিকিৎসকের এলএমএএফ, ডিএমএস বা আরএমপি করা থাকতে হবে। যাদের পল্লী চিকিৎসকের কোন কোর্স করা নেই তাদের এ পেশায় না থাকাই উচিত। আমরা জানতে পেরেছি অনেকেই পল্লী চিকিৎসকের কোর্স না করেই চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন। খুব দ্রুত তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে মৌমাছির কামড়ে কৃষক আহত

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মৌমাছির কামড়ে আলী হোসেন (৪০) নামের এক কৃষক আহত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার সকালে আমঝুপি সাঁকো পাড়া নামক মাঠে এই ঘটনা ঘটে।

আহত আলী হোসেন আমঝুপি সাঁকো পাড়ার ইদ্রীস আলীর ছেলে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের ন্যায় গতকাল কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে মাঠে যান আলী হোসেন। মাঠে কাজ করা অবস্থায় এক পর্যায়ে গাছের

ডালে বসা মৌমাছির চাকে বাঁজ পাখিতে ছো মারে। এমন অবস্থায় ক্ষিপ্ত মৌমাছির দল আলী হোসেন কে আক্রমণ করে। এতে আলী হোসেন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

পরে গ্রাম বাসী তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। বর্তমানে তিনি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এখন তিনি সুস্থ আছেন।

বৃষ্টির বাগড়ার মাঝে বাংলাদেশে ভূমিকম্প

কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে বাংলাদেশে। আজও বৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে মাঝারি মাপের ভূমিকম্প অনভূত হলো বাংলাদেশে। শনিবার সকাল ৮টা ৫১ মিনিটে এই কম্পন হয় বলে জানা গেছে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে। রিখটার স্কেলে এ ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৬। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০ কিমি গভীরে ছিল ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল।

তবে এই কম্পনে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহনির ঘটনা ঘটেনি। রাজধানী ঢাকা থেকে ১৭৩ কিমি দূরে খাগড়াছড়ি শহরের কাছে কম্পনের কেন্দ্রস্থল ছিল বলে জানা গেছে।
ভারত, মিয়ানমার, ভুটান ও চীনেও এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

গত শনিবারও মাঝারি কম্পনে কেঁপে উঠেছিল সিলেট। রিখটার স্কেলে এর কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৪। রাত ১১.৩৮ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয় বলে জানা গিয়েছিল। সিলেটের কম্পনের জেরে মণিপুরেও কম্পন অনুভূত হয়েছিল। ভূমিকম্প কেন্দ্র থেকে জানানো হয়, মাঝারি মাপের কম্পনটির কেন্দ্রস্থল ছিল মোরিগাঁও এলাকায়।

কাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করবে ঘোষণা দিল ইরান

যারা কেবল আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করবে কেবল তাদের কাছেই অস্ত্র বিক্রি করবে ইরান।

ইরান সরকারের মুখপাত্র আলী রাবিয়ি শুক্রবার দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আইআরবি-কে এক সাক্ষাৎকারে এই ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, যেসব দেশ ইরান থেকে অস্ত্র কিনতে চায় তারা শুধুমাত্র আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই তা কিনতে পারবে। কোনও দেশ যুদ্ধকামী নীতি থেকে ইরানি অস্ত্র কিনতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, কোনও দেশ ইরান থেকে অস্ত্র কিনতে চাইলে তাকে ইরানের শর্ত মেনেই তা করতে হবে, কোনও দেশ তাদের নিজেদের শর্ত ইরানের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। অস্ত্র ক্রেতাদের দেশগুলোকে অবশ্যই অস্ত্র কেনার যৌক্তিক এবং নৈতিক অবস্থান তুলে ধরতে হবে, তারা কেউ যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে ইরানের অস্ত্র কিনতে পারবে না।

আলী রাবিয়ি সুস্পষ্টভাবে বলেন, আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি এবং কাঠামোর ভেতরে থেকেই ইরান অস্ত্র বিক্রি করবে।

তিনি বলেন, “আমরা প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রের ভক্ত নই, আমরা শান্তি চাই এবং মধ্যপ্রাচ্যকে অস্ত্র-গুদামে পরিণত করতে চাই না।”

ইরান সরকারের মুখপাত্র আরও বলেন, আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যকে অস্ত্রের গুদামে পরিণত করেছে এবং এর মাধ্যমে মূলত মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছেন। তাদের কাছে সবসময় মানুষের জীবনের চেয়ে অর্থগত লাভটাই বেশি পছন্দের।

ব্যারিস্টার রফিক-উল হক আর নেই

প্রবীণ আইনজীবী ও সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রফিক-উল হক আর নেই।

শনিবার সকালে রাজধানীর মগবাজারে আদ-দ্বীন হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আদ-দ্বীন হাসপাতালের মহাপরিচালক ডা. নাহিদ ইয়াসমিন গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গত ২১ অক্টোবর থেকে র্যারিস্টার রফিক-উল হককে ওই হাসপাতালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। রক্তশূন্যতাসহ বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি।

এর আড়ে গত ১৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় তাকে আদ-দ্বীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ডা. রিচমন্ড রোল্যান্ড গোমেজের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলছিল।

রফিক-উল হকের জন্ম ১৯৩৫ সালে সালের ২ নভেম্বর কলকাতার সুবর্ণপুর গ্রামে। তিনি ১৯৯০ সালের ৭ এপ্রিল থেকে একই বছরের ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা (অ্যাটর্নি জেনারেল) ছিলেন।

সড়ক দূর্ঘটনায় গাংনীর সবজি ব্যবসায়ী নিহত

মেহেরপুরের গাংনীর সবজি ব্যবসায়ী মুকুল হোসেন (৫২) ট্রাক দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০ টায় কুমিল্লা জেলার চান্দুরা এলাকার নুরিটোলায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মুকুল হোসেন গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে।

নিহতের ভাই রাফিউল হাসান জানান, কলা বোঝাই একটি ট্রাক যোগে বৃহস্পতিবার বিকালে কসবা গ্রাম থেকে কুমিল্লার চান্দিনার উদ্যোগে রওনা দেয়। শুক্রবার সকাল ১১ টায় ট্রাক দূর্ঘটনায় মারা গেছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে পরিবারকে অবগত করা হয়। মৃত্যু’র সংবাদ পওয়ার পরপরই মরদেহ আনতে এ্যামবুলেন্স যোগে দূর্ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়েছেন স্বজনরা।

কুমিল্লা জেলার ইলিয়াসগঞ্জ হাইওয়ের ফাঁড়ির ওসি সালেহ উদ্দীন আহমেদ জানান,কলা বোঝাই একটি ট্রাক চান্দিনায় যাওয়ার পথে চান্দুরা এলাকার নুরিটোলায় পেছালে রাস্তা থেকে ছিটকে একটি পুকুরে পড়ে মুকুল হোসেন নিহত হয়।

এ ঘটনায় ট্রাক চালক ও তার সহকারী আহত হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে ফাড়িতে রাখা হয়েছে। নিহতের স্বজনরা মরদেহ নিতে রওয়না হয়েছে পৌছানো মাত্রই আইনগত প্রক্রিয়া শেষে হস্তান্তর করা হবে।

আজ স্থানীয় শহীদ রোভার দিবস

আজ ২৩ অক্টোবর। স্থানীয় শহীদ রোভার দিবস। মেহেরপুরের জন্য শোকের দিন। ১৯৯৭ সালের আজকের এই দিন। সকাল হতেই এক মর্মান্তিক খবরে জেলাব্যাপী শোকের ছায়া নেমে আসে। সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগান সংলগ্ন গলফ ক্লাব অ্যারিনায় ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুটে অংশ নিতে মেহেরপুর থেকে ছেড়ে রোভার স্কাউটের বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আর এতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হোন ৫ রোভার। আহত আরো ১৯ জন।

কভার রোভাররা হলেন জাভেদ ওসমান, মনিরুল ইসলাম, মাসুম হোসেন, মুন্সী আমিনুল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান মাহফুজ। তাঁদের মধ্যে জাভেদ ওসমান, মনিরুল ইসলাম ও মাসুম হোসেন ছিলেন মেহেরপুর শহরের। আমিনুল ইসলামের বাড়ি মুজিবনগরের দারিয়াপুর এবং মাহফুজুর রহমান ছিলেন সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের।

বাংলাদেশ স্কাউটের ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘রোভার’ এপ্রিল সংখ্যার মূল প্রতিবেদন ছিল মেহেরপুরে শহীদ রোভারদের নিয়ে। “ডেডলাইন মেহেরপুর” শিরোনামে সেই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২৪ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগান সংলগ্ন গলফ ক্লাব অ্যারিনায় অনুষ্ঠিত ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুটে যোগদানের জন্য মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সরকারী কলেজ, মুজিবনগর কলেজ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ, মুন্সী জমির উদ্দীন মুক্ত রোভার দলের ৩২ জন রোভার স্কাউট ও ৪ জন রোভার লীডার (শিক্ষক) সহ ৩৬ জন একটি ভাড়াকৃত বাসযোগে (বাস নং-মেহেরপুর জ- ০৪-০০১৫) ২২ অক্টোবর রাত ৮ টার সময় মেহেরপুর থেকে যাত্রা শুরু করে। বাসটি গত ২৩ অক্টোবর ভোরর ৫টা ১০ মিনিটে ঢাকার অদূরে ধামরাই থানাধীন জয়পাড়া নামক স্থানে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পতিতহয়। দুর্ঘটনাস্থলে ৫জন রোভার স্কাউটের মৃত্যু ঘটে । এছাড়া ১৯জন রোভার আহত হয়।

তার মধ্যে ১৭ জনকে ধামরাই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। একজনকে তাৎক্ষণিকভাবে ধামরাই থানা কমপ্লেক্স ভর্তি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় মেহেরপুর সরকারী কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র রোভার ফারুক হোসেনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মনযূর উল করীম বিষয়টি স্বরাষ্ট্র সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন। তিনি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, জেলা প্রশাসক, ঢাকা এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উপাধ্যক্ষের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। এছাড়া তিনি মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সাথে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনা করেন।

মনযূর উল করীম দুর্ঘটনার সংবাদটি সাথে সাথেই রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট বিচারপতিসাহাবুদ্দীন আহমদ, বৃটেন সফররত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া শোক প্রকাশ করেন এবং শোকবার্তা প্রেরণ করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটসের উদ্যোগে দুর্ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আ্যাম্বুলেন্স এবং পিকআপ ভ্যান প্রেরণ করা হয়। নিহত ৫জন রোভারের মৃতদেহ প্রথমে বাংলাদেশ স্কাউসের জাতীয় সদর দফতরে আনা হয়। এরপর মৃতদেহগুলি পোস্টমর্টেমের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । বাংলাদেশ স্কাউটসের

প্রধান জাতীয় কমিশনার-এর ব্যক্তিগত চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যেই মৃতদেহগুলি পোস্টমর্টেম, গোছল। ইত্যাদি সমাধা করে কফিনে রাখা হয়। এই সকল কাজের তদারকি করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মনযূর উল করীম, রোভার অঞ্চলের — আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশাসন) জনাব নির্মল কান্তি মিত্র, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, জাতীয় উপ-কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মিহির কান্তি মজুমদার।

কফিন তৈরীর হওয়ার পর তা মরহুমদের আত্মীয়গণের নিকট হস্তান্তরের জন্য ফায়ার সার্ভিসের পিকআপ ভ্যান যোগে মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটসের সভাপতি এবং জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের ব্যবস্থাপনায় একটি বাস ও একটি মাইক্রোবাসে করে অন্য সকল রোভার ও মেহেরপুর থেকে আগত আত্মীয়-স্বজনদেরকে মেহেরপুেও প্রেরণ করা হয়। বাসের সাথে বাংলাদেশ স্কাউটসের ২ জন।

কর্মচারীকে মাইক্রোবাস যোগে প্রেরণ করা হয়। প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয়ের অনুরোধক্রমে মৃতদেহগুলি জেলা প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরদিন ২৪ অক্টোবর ৯৭ তারিখ শুক্রবার মেহেরপুর সরকারী কলেজ মাঠে তাঁদের নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাজায় প্রায় ২০ হাজার স্থানীয় লোক শরীক হন।

জাতীয় প্রচার মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকায় দুর্ঘটনার বিষয়টি ফলাও ভাবে প্রকাশিত হয়। ২৫শে অক্টোবর ১৯৯৭ তারিখে ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ-এর উপস্থিতিতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে শোকবার্তা পাঠ করা হয় ও নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

এর পর থেকে প্রতিবছর মেহেরপুর জেলা স্কাউট দিবসটি নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে পালন করে থাকে। আজও নানা কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে বলে জানান, মেহেরপুর জেলা স্কাউটস এর সাধারণ সম্পাদক ফখরুজ্জামান উজ্জল। তিনি জানান, করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে আলোচনা সভা না করা হলেও অন্যান্য কর্মসূচী রাখা হয়েছে।

তার মধ্যে, সকাল সাড়ে ৬ টায় কবর জিয়ারত, সকাল সাত টায় কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল প্রাঙ্গনে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বিকাল ৩ টায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ জামে মসজিদে দোয়া মাহফিল।